সংবাদ

30 DEC 2016

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম বন্ধ করুন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্লাস নেয়া ব্যতীত অন্যান্য কাজের (গবেষণা, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা) জন্য কত সময় একজন শিক্ষককে কর্মস্থলে থাকতে হবে এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন বিধান নেই। অনেক শিক্ষকই বেশিরভাগ সময় কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসরুমসহ শিক্ষকদের অফিসকক্ষ দুপুরের পর অলাবদ্ধ থাকে। ফলে শিক্ষার্থী এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে শিক্ষকদের সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা জন্মেছে। ইউজিসির এই প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতিকে দেয়া হয়েছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েও অনেকেই পাঠদান করছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকই সেখানে বিভাগের চেয়ারম্যান, সিনিয়র অধ্যাপক, পরামর্শক, অতিথি শিক্ষক নানা নামে পরিচিত। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানেও কেউ কেউ ফাঁকি দেন। আবার কেউ কেউ 'কোনমতে' ক্লাসে উপস্থিত থাকার পরই বেরিয়ে পড়েন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে। এ কারণে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনের সময় ক্লাসের বাইরে কোন পরামর্শ পায় না। অনেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে উত্তরপত্র বিলম্বে মূল্যায়ন করার অভিযোগও রয়েছে। এর ফলে পরীক্ষার ফল নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে না।

দেশে ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। যেখানে প্রায় ৩৫ শতাংশ শিক্ষক খণ্ডকালীন। আর খণ্ডকালীনদের একটি বড় অংশ আসে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। অথচ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন তথ্য নেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ যেখানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অপেক্ষাকৃত কম খরচে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা লাভ করে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মেধাবী শিক্ষার্থীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষার জন্য আসে। তাদের শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র এর জন্য অর্থ ব্যয়ও করে। এখন সেই ব্যয়ের অর্থ যদি ঠিকমতো কাজে না লাগে বা শিক্ষকরা যদি তাদের দায়িত্বে গাফিলতি করেন তবে এরচেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন সুস্থ পথে চলছে না। আর তাদের অসঙ্গতি দেখভালের দায়িত্বে যারা আছেন সেই ইউজিসি যেন কোনমতে একটা নেতিবাচক রিপোর্ট দিয়েই দায়িত্ব শেষ করছে। প্রশ্ন হলো, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যদি ক্লাস ফাঁকি দেন তবে তা দেখার দায়িত্ব কার? এই ক্লাস ফাঁকির সংস্কৃতিটা কি একদিনে গড়ে উঠেছে? যদি তা না হয় তবে এতদিন ইউজিসি কী করেছে? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগুলো নিষ্ক্রিয় কেন? এসব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কাজটি হয় না কেন? আমরা মনে করি, কেউই নিয়মের ঊর্ধ্বে নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও নিয়মের বাইরে যেতে পারেন না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মনিটরিং বাড়াতে হবে। শিক্ষক মূল্যায়নের ব্যবস্থাটি উন্নত বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। আমাদের দেশেও এ প্রথা চালু করা দরকার। এতে ছাত্ররাই বলে দেবে কোন শিক্ষক কতটা দায়িত্ববান। ইউজিসিকে আরও তৎপর হতে হবে।